গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(৫)শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০৬ তারিখ ২০.০৭.২০০৬

বিষয়ঃ **বস্ত্রখাতের কতিপয় রপ্তানিকারক কর্তৃক যুগপৎ বন্ড সুবিধা ও নগদ সহায়তা গ্রহণ করায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী**।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বস্ত্রখাতের কতিপয় রপ্তানিকারক কর্তৃক যুগপৎ বন্ড সুবিধা ও নগদ সহায়তা গ্রহণ করায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস) ড. আ. তা. মু. সারওয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে ১৯.৭.২০০৬ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) পরিশিষ্ট 'ক' তে প্রদর্শিত হলো।

০২। সভার শুরুতেই সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে বিষয়টির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড) জনাব এম. হাফিজুর রহমান কে আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য অনুরোধ জানান।

০৩। প্রথম সচিব জানান যে, সভায় যে দু'টি বিষয় নিষ্পত্তি করতেহবে তা হলোঃ

(ক) যে সকল প্রতিষ্ঠান যুগপৎ বন্ড সুবিধা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নগদ সহায়তা গ্রহণ করেছে তা প্রমানিত হওয়া সাপেক্ষে গৃহীত নগদ সহায়তা ফেরতযোগ্য হবে না কি বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাঁচামালের শুল্ক করাদি আদায়যোগ্য হবে;

(খ) বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত কাঁচামালের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে কী-না;

তবে নগদ সহায়তার বিষয়টি যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হয় সেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিকে বিষয়টি সভার কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রথম সচিব অনুরোধ জানান।

০৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি জানান যে, এফ. ই সার্কুলার নং-০৯, তারিখ ০৫.০৩.২০০১ খ্রিঃ অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠান যুগপৎভাবে বন্ড বা ডিউটি-ড্র-ব্যাক সুবিধার সাথে সাথে নগদ সহায়তা গ্রহণ করে থাকলে নগদ সহায়তা ফেরতযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে কোন বিভ্রান্তির সুযোগ নেই। অপর ইস্যুর বিষয়ে তিনি জানান যে, নগদ সহায়তার সুবিধা শুধুমাত্র স্থানীয় টেক্সটাইল হতে ক্রয়কৃত সুতার বিপরীতে প্রাপ্য হবে। সার্কুলারের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে তিনি জানান

উৎপাদনের কোন পর্যায়ে বন্ডের সুবিধা গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে না। এ বিষয়ে অর্থবিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, কোন প্রতিষ্ঠান বন্ড সুবিধা গ্রহণ করে থাকলে নগদ সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে না।

০৬। আলোচনার এ পর্যায়ে বিকেএমইএ প্রতিনিধিগণ সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারের সাথে যে ঘোষণা ফরম রয়েছে তাতে পরিস্কারভাবে উৎপাদিত পণ্য ব্যবহৃত স্থানীয় ও আমদানিকৃত কাঁচামালের তথ্য সন্নিবেশ করার বিধান রয়েছে। সে অনুযায়ী আমদানিকৃত উপকরণ বাদ দিয়েই নগদ সহায়তার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাই এক্ষেত্রে বন্ড সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করলেই নগদ সহায়তা পাওয়া যাবে না তা সঠিক নয়।

০৭। সভাপতি এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ গোলাম হোসেনকে তাঁর মতামত দেয়ার অনুরোধ জানালে তিনি বলেন যে, রপ্তানিতে স্থানীয় উপকরণের ব্যবহার উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই নগদ সহায়তার সুবিধা প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে কোন প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স থাক বা না থাক তারা যতটুকু স্থানীয় উপকণ রপ্তানিতে ব্যবহার করবে (সেই উপকরণ নগদ সহায়তা প্রদানযোগ্য হলে) তার সমুদয় পরিমাণের উপর নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। এফ.ই সার্কুলার-৯ এর সংশ্লিষ্ট ফরমে এরূপ ঘোষণার বিধানও রয়েছে। ফলে বন্ড লাইসেন্স থাকলেই বা উৎপাদনের কোন এক পর্যায়ে বন্ড সুবিধা ভোগ করা হলেই নগদ সহায়তা পাবেনা এই ধারণা সঠিক নয় মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তার মতে এক্ষেত্রে যে উপকরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা দাবী করা হচ্ছে তা স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত কিনা এবং তার জন্য বন্ড সুবিধা বা শুল্ক প্রত্যর্পণ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সেটিই প্রনিধানযোগ্য। তার এই অভিমতকে বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিনিধিও সমর্থন করেন।

০৮। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্তড় অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে ঘোষণাপত্রে ব্যবহৃত ও উপকরণের বিপরীতে বন্ড সুবিধা গ্রহণ করা হয়নি মর্মে উল্লেখ করতে হয়। তাই কোন উপকরণের বিপরীতে কোন প্রতিষ্ঠান বন্ড সুবিধা ভোগ করলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারের বিধানমতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে না। এ প্রসংগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব জানান যে, ঘোষণা পত্রে উপকরণ বলতে যার উপর নগদ সহায়তা দাবী করা হচ্ছে তাকেই বোঝানো হচ্ছে। ফলে এই উপকরণ বন্ড সুবিধার আওতায় সংগৃহীত না হলে এর উপর নগদ সহায়তা প্রাপ্তিতে কোন বাধা নেই।

০৯। বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) নগদ সহায়তার জন্য মূল প্রতিপাদ্য হলো সংশ্লিষ্ট উপকরণ স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত কি-না। কোন প্রতিষ্ঠান স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত উপকরণ (নগদ সহায়তাযোগ্য) ব্যবহার করে থাকলে, এবং তা বন্ডের আওতায় সংগৃহীত না হলে অথবা তার উপর প্রত্যর্পণ দাবী করা না হলে, ঐ সকল উপকরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে;

(খ) স্থানীয় উপকরণের সাথে উৎপাদনের যে কোন পর্যায়ে বন্ডের আওতায় সংগৃহীত উপকরণ ব্যবহার করা হলেও নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। সেক্ষেত্রে বন্ড সুবিধার আওতায় সংগৃহীত উপকরণ নগদ সহায়তার পরিগণনা হতে বাদ দিতে হবে।

১০। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(ড. আ. তা. মু, সারওয়ার হোসেন)
সদস্য (কাস্টমস)